**ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে**

**‘বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা (মরণোত্তর)'**

ভাষণ

**শেখ হাসিনা**

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বঙ্গভবন, সোমবার, ১০ শ্রাবণ ১৪১৮, ২৫ জুলাই ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

মান্যবর মিসেস সোনিয়া গান্ধী,

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী,

            আসসালামু আলাইকুম  and Very Good morning to you all.

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে ‘বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা (মরণোত্তর)' প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের বন্ধুপ্রতীম জনগণ বিশেষ করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর অসামান্য অবদানের কথা আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সীমান্ত পাড়ি দেওয়া বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে ভারত শুধু আশ্রয়ই দেয়নি, পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারকে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক  এবং মানসিক সমর্থনসহ সব ধরণের সহায়তা দিয়েছিল।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ-ভারত মিত্রবাহিনীর যেসব ভারতীয় সেনাসদস্য আত্মদান করেছিলেন, আমি তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

১৯৭১ সালে মিসেস গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে এবং পাকিস্তানের জেলে ফাঁসির আদেশ কার্যকরের অপেক্ষায় বন্দী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির লক্ষ্যে বিশ্ব জনমত তৈরির জন্য সারাবিশ্ব সফর করেছিলেন।

মিসেস গান্ধী সত্যিকার অর্থেই ছিলেন বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের জনগণের একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মাত্র তিন মাসের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর আহবানে তিনি বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেন। সমসাময়িক বিশ্ব ইতিহাসে এ ছিল এক বিরল ঘটনা। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে ভারতের অসামান্য অবদান ভুলবার নয়।

১৯৭৫ সালে ঘাতকরা আমার বাবা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর ভারত সরকার এবং শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আমার ছোটবোন শেখ রেহানা এবং আমার পরিবারকে আশ্রয় প্রদান করেছিলেন। আমাদের দুঃসময়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী অভিভাবক হিসেবে এই অমূল্য সহায়তা দিয়ে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে ভারতের মহান নেতা ইন্দিরা গান্ধীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। মহান মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা প্রদান করতে পেরে আমরা নিজেরাও সম্মানিত বোধ করছি।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধীকে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও সুদৃঢ় হবে।

আমি বন্ধুপ্রতীম ভারতীয় জনগণের উত্তরোত্তর সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। মিসেস সোনিয়া গান্ধী এবং তাঁর পরিবারের সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

.....